বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঔষধ
পাইবার
বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন
প্রতিষ্ঠাতা—কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়,
বি-এ, কবিরত্ন।
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত
পক্ষাঘাতের তৈল ঔষধ
এক মাস ব্যবহারোপযোগী তৈল ঔষধের
মূল্য ১৬৲ ষোল টাকা
চ্যবনপ্রাশ /১ সের ১০৲ মকরধ্বজ ১ তোলা ৬৲
দশভুজা ঔষধালয়
মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত
কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ড, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান
ডি, এস, বোর্ড)
মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২২শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৫৩ ইংরাজী 7th Aug. 1946 | ১৩শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু
হিলিংবাম
সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা **স্যাণ্ডো** ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।
মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

ব্যয় নহে—সঞ্চয়
জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

নূতন বীমা—১৯৪৫
১২ কোটী টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস: কলিকাতা

জমি বিক্রয়

নাচনার মাঠে আন্দাজ ৩।০ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় আছে। সব জমিতেই সেচের ব্যবস্থা আছে। ক্রয়েচ্ছুগণ বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সাধু
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

কাপড়ের কথা

বাঙ্গালার অধিবাসীদের কাপড়ের অভাব সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত নানাদিকে নানারূপ আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইউরোপীয় সম্প্রদায়ও বস্ত্রাভাবের অতীত নহেন। তাই সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নূতন বৈঠকে ইউরোপীয় দলের ষ্টোকস্ সাহেব প্রশ্নের আকারে বস্ত্র-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—রেশন-ব্যবস্থায় ক্রেতার জন্য কাপড়ের দোকান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার ফলে সেই দোকানে যে রকম কাপড় পাওয়া যাহবে, তাহাই বাধ্য হইয়া লইতে হইবে। হইয়াছেও তাহাই; কেহই পছন্দসই কাপড় পাইতেছে না। তিনি জানিতে চাহেন, জনসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন দোকান হইতে পছন্দসই কাপড় খরিদ করিতে না দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পয়সা দিয়া অপছন্দ জিনিস লইতে বাধ্য করিতেছেন কেন? উত্তরে অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আবদুল গফরাণ বলেন, যুদ্ধের জরুরী অবস্থার জন্যই এরূপ করিতে হইয়াছে। বস্, ইহার উপর আর কি কথা আছে? যুদ্ধের জরুরী অবস্থা গভর্ণমেণ্ট চিরদিনই ধরিয়া রাখিতে চাহেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। এক বৎসরের উপর হইল যুদ্ধের অবসান হইয়াছে; কিন্তু তাহার পর জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিতে আর কয় বৎসর লাগিবে? কাপড়ের রেশন-কার্ডে চতুর্থ কিস্তীর জন্য কাপড়ের পরিমাণ কমাইয়া প্রতি কুপনে ১ গজের স্থানে আধ গজ করা হইয়াছে কি জরুরী অবস্থার জন্য? সামরিক কার্য্যের জন্য এখন আর যখন কাপড়ের প্রয়োজন নাই, তখন গভর্ণমেণ্ট অনায়াসেই জনসাধারণের কাপড়ের বরাদ্দ বাড়াইয়া দিতে পারেন। কাপড়ের মূল্য হ্রাস করাও প্রয়োজন।

ভাতের কথা—বর্ম্মার চাউল

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ,—ব্রহ্মদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ৭ হাজার ৮ শত টন চাউল ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহার মধ্যে ৪ হাজার টন মান্দ্রাজ পাইবে এবং বাকী ৩ হাজার ৮ শত টন বাঙ্গালায় আসিবে। বাঙ্গালার অভাবের তুলনায় এই বরাদ্দ যে অকিঞ্চিৎকর তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ভরসার কথা এই যে, ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আসিতেছে এবং বাঙ্গালাও তাহার কিছু অংশ পাইবে। ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী উ স বলিয়াছেন,—ব্রহ্মদেশে উদ্বৃত্ত চাউলের পরিমাণ যথেষ্ট এবং এই সব চাউল অনায়াসেই ভারতে প্রেরণ করা যাইতে পারে। অবশ্য মিঃ উ স এখন আর চাউল প্রেরণের কর্ত্তা নহেন; এখন যাঁহাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব, তাঁহারা—বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ—বলিতেছেন, ব্রহ্মদেশে চাউল উদ্বৃত্ত হওয়া দূরের কথা, বরং সেখানে প্রয়োজন মিটাইবার মত চাউলও নাই। মিঃ উ স ইহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন অর্থাৎ বাহিরে পাঠাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাউল যে ব্রহ্মদেশে রহিয়াছে, তাহা তিনি জোর করিয়াই জানাইয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে যখন চাউল আসিতেছে তখন তাঁহার কথায় অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখা যায় না। বাঙ্গালায় এখনও চাউলের অভাব ভয়াবহ হইয়া রহিয়াছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ বিজ্ঞাপন দিয়া জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, ক্রমেই তাঁহারা জেলায় জেলায় অধিক পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিতেছেন এবং তাহার ফলে স্থানে স্থানে চাউল এর মূল্য হ্রাসও সম্ভবপর হইয়াছে। সংবাদপত্রে এই সব সংবাদ পাঠ করিয়া অবশ্যই একটা ক্ষণিক আশার সঞ্চার হয়; কিন্তু মফঃস্বল হইতে ভুক্তভোগীরা যখনই অন্নাভাবে অনশন অর্দ্ধাশনের কথা লিখিয়া জানান, তখনই বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠে। গভর্ণমেণ্ট হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী চাউল মফঃস্বলের বাজারে ছাড়িতেছেন; কিন্তু তাহাতে যে সকল লোকেরই অভাব ঘুচিয়াছে এমন কথা কেহই বলিতেছে না। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ প্রচারণা ছাড়িয়া প্রকৃত কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করুন।

কোম্পানীর কাগজ

শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ সুদের অ-মেয়াদী সরকারী ঋণের কাগজকেই সাধারণতঃ কোম্পানীর কাগজ বলা হয়। ইহার স্থায়িত্বের ও নিরাপত্তার উপর জনসাধারণের আস্থা হেতু অনেকেই সম্পত্তি হিসাবে এই কাগজ কিনিয়া রাখেন এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর নির্ভরতা হেতু তাঁহাদের উদ্দিষ্ট অনুষ্ঠান এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন কিন্তু সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, শতকরা বার্ষিক ৩৷৷০ সুদের যে সকল অমেয়াদী ঋণ আছে, তাহা তাঁহারা পরিশোধ করিয়া দিবেন। তবে মালিকগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের ঐ সব কাগজ বদলাইয়া আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শতকরা বার্ষিক ৩৲ সুদের কাগজ লইতে পারেন। পরিবর্ত্তিত এই সব কাগজ অমেয়াদী নহে; তবে উপস্থিত ৪০ বৎসরের মধ্যে ইহার টাকা পরিশোধ করা হইবে না, ইহাও গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন। কোম্পানীর কাগজের মালিকরা অবশ্যই এই সর্ত্তে রাজী হইবেন এবং কাগজ বদলাইয়া লইবেন, সন্দেহ নাই। সুদের টাকা কমিয়া যাইবে কিন্তু উপায় কি? ব্যক্তিগত ব্যয় কমাইয়া দিয়া তাহা পূরণ করা চলিবে। কিন্তু মুস্কিল হইবে দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের। যাঁহারা দেবতার সেবা-পূজা চালাইবার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কাগজ দেবোত্তর করিয়া রাখিয়াছেন দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি পরিচালনার জন্য তাহা করিয়াছেন, তাঁহারা ঘোরতর অসুবিধায় পড়িবেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সকল অনুষ্ঠানেরই ব্যয় বৃদ্ধি

হইয়াছে ; লোকজনের বেতন ও পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোম্পানীর কাগজের নির্দ্দিষ্ট সুদের আয়ে তাহাই সঙ্কুলান হইতেছে না। তাহার উপর সুদের হার আরও কমিলে কি হইবে? গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে দাতব্য ও দেবোত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাগজ পরিবর্ত্তনের বাধ্যবাধকতা হইতে বাদ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা সে সদাশয়তা দেখাইবেন কি?

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব ১৩৫৩

পূজা আবার আসিতেছে। দেশের নানা প্রকার দুরবস্থা ও দুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়া স্থানীয় জনসাধারণের সহানুভূতি, উৎসাহ এবং সাহায্যে কয়েক বৎসর এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। আশা করা যায় এবারও আমরা সকলের নিকট হইতে সেইরূপ অনুপ্রেরণাই পাইব এবং অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পূজা-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব। সাধারণের অবগতির জন্য গত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি, এল মহাশয় গত বৎসর এর আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। যাঁহারা ইহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহারা দয়া করিয়া শ্রীযুক্ত অবনীকুমার রায় এম, এ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া যে কোন দিন তাহা দেখিয়া আসিতে পারেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব—১৩৫২

জমা—		খরচ—	
গত বৎসরের জমা—	৹	প্রতিমা নির্ম্মাণ	৬০৲৹
দুর্গাপূজার চাঁদা			
আদায়—	২৮৪৷৵১৫	পূজারখরচ-	১৩৮৷৷১৫
লক্ষ্মীপূজার চাঁদা		মণ্ডপ নির্ম্মাণ—	
আদায়—	১১৮৵৹		১৫৮৹
মোট জমা—	২৯৬৷১৫	জের খরচ—	
		বাদ্য—	১০৷৷৹
		পুরোহিত—	১১৲
		আমোদ প্রমোদ—	১৯৲
		নিরঞ্জন—	১৫৷৷৹
		বিবিধ—	৪৵৫
		চেক ফেরৎ—	৫৲
		লক্ষ্মীপূজার খরচ—	১৫৸৹
		মোট—	২৯৫৷৵৹
		মজুত জমা—	৸৵১৫
		মোট—	২৯৬৷১৫

শ্রীঅমিয়মোহন রায়, সম্পাদক
Checked and found correct.
6. 6. 46. Sd. J. B. Gupta, Auditor.

বহরমপুর বালিকা কলেজ

মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যোৎসাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, জি, রাও আই-সি-এস মহোদয়ের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিভূষিতা বিদুষী সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী অমিয়া রাও মহোদয়ার অধ্যক্ষতায় বর্ত্তমান আগষ্ট মাস হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে বালিকাদিগের উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য বহরমপুরে বালিকা কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমতী রাও কলিকাতা বেথুন কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা নৈপুণ্যে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় কলেজের কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগ্য হস্তে এই কলেজের অধ্যক্ষতা অর্পিত হইতে দেখিয়া গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। ইতি-মধ্যেই বালিকাগণের আই. এ. ও বি. এ. পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী মহিলা উক্ত কলেজের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেকগুলি ছাত্রীও কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অধ্য-য়ন আরম্ভ করিয়াছেন।

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রীগণের বিনাব্যয়ে কলেজ যাওয়া ও কলেজ হইতে ফিরিবার জন্য একখানি মোটরবাস নিযুক্ত করিয়াছেন। কলেজের একাংশে একটি হোষ্টেল স্থাপিত হইয়াছে। হোষ্টেলের জন্য ছাত্রীগণের প্রত্যেককে মাসিক মাত্র ২০৲ কুড়ি টাকা দিতে হইবে। এই খাদ্য সমস্যার দিনে ইহা বড় কম সুবিধা নয়। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। মুর্শি-দাবাদ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নেহালিয়ার জমিদার রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর একাই ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনেও আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা দাতৃশূন্য হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর যাঁহার নিকট এই সৎকর্ম্মের সাহায্য দানের জন্য প্রস্তাব করিবেন তিনিই যথাসাধ্য দান করিতে কুণ্ঠিত হই-বেন না। সামান্য দানও যিনি করিবেন, তাঁহার দীর্ঘায়ুঃ কামনা করিয়া আমরা নিয়ত বলিব 'দাতা শতং জীবতু"।

শোক সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড এর প্রধান পরিচালক ও উপদেষ্টা বাবু গোষ্ঠবিহারী দে ১২ই শ্রাবণ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ, ভগবদ্‌ভক্ত ও ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, সৌজন্য, বদান্যতা ক্ষমাশীলতা এবং ধীরতার জন্য, যাঁহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আন্তরিক ভালবাসা ও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর অন্ত-রালে তাঁহার গোপন দান অসংখ্য অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখ-মোচন করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান হইতেছে যে, যে সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ১৯৪৬ সালে পরীক্ষা দিতে বা পরী-ক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই, তাহাদের অনুমোদিত স্কুল-সমূহে ভর্ত্তি হওয়ার শেষ তারিখ ২০শে আগষ্ট। এই ছাত্রগণকে জুলাই মাসের বেতন দিতে হইবে। উক্ত তারি-খের পরে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্তসমূহ ২৲ টাকা অতিরিক্ত ফী সহ ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে।

তুরস্কে বন্যায় তিনশত লোকের মৃত্যু

অত্যধিক বারিপাতের ফলে উত্তর আনাতোলিয়ার আম্বেসিয়া ও সামসুন কৃষি জেলাগুলিতে ভীষণ বন্যার সৃষ্টি হওয়ায় ৩ শত লোকের প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ৫ শত লোক আহত এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। এই অঞ্চলের নদীগুলিতে জল বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং বহু সেতুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বন্যার জলে হাজার হাজার একর জমির শস্য নষ্ট হইয়াছে।

(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান :—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)